রাজ্যজুড়ে প্রচারে নামছে ১৭ দল

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতা, ১২ ডিসেম্বর– নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল সংখ্যার জোরে পাশ করিয়ে সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে মোদী-অমিত শাহ সরকার যেভাবে জনগণকে বিভ্রান্ত করতে চাইছে, তার বিরুদ্ধে মানুষের মধ্যে ব্যাপক প্রচার নিয়ে যাওয়ার কর্মসূচি নিল ১৭টি বামপন্থী ও সহযোগী দল। একইসঙ্গে, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের অগ্নিমূল্যের বিরুদ্ধে এবং আগামী ৮জানুয়ারি দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের প্রচারও চলবে।

বৃহস্পতিবার ১৭টি বাম ও সহযোগী দলের সভার পর দলগুলির পক্ষে বিমান বসু এখবর জানিয়ে বলেন, এই প্রচারের মধ্যে দিয়ে মানুষের সামনে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের দ্বিচারিতা ও মিথ্যা প্রচারের মুখোশ উন্মোচন করতেই হবে। তিনি এদিন জানান, আগামী ১৬, ১৭, ১৮ডিসেম্বর (সোম, মঙ্গল ও বুধবার) ৩দিনব্যাপী প্রতিটি শহরাঞ্চলের ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে এবং গ্রামাঞ্চলে পঞ্চায়েত ভিত্তিক ব্যাপক প্রচার কর্মসূচি হবে। ১৯ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার, কলকাতায় রাজ্যব্যাপী একটি বড় মাপের সমাবেশ ও মিছিল

হবে। বিমান বসু এদিন বলেন, কেবলমাত্র ঘোষিত এই সমস্ত কর্মসূচিই নয়, বাম ও সহযোগী দলগুলি যৌথ ও এককভাবে নানা প্রক্রিয়ায় মানুষের মধ্যে এই প্রচার অব্যাহত রাখার কর্মসূচি নেবে। এদিন বৈঠকে সিপিআই(এম), সিপিআই, সিপিআই(এমএল)লিবারেশন, এআইএফবি, আরএসপি, আরসিপিআই, এমএফবি, বিবিসি, ওয়ার্কার্স পার্টি, ভারতীয় বলশেভিক পার্টি, সিপিআই(এমএল), পিডিএস, সিআরএলআই, সিপিবি, এনসিপি, আরজেডি এবং এলজেডি দলের নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন।

বিমান বসু এদিন বলেন, বর্তমান সময়ে বিজেপি-আরএসএস দেশব্যাপী ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকত্বের গ্যারান্টি নির্দিষ্ট করার রাজনৈতিক খেলা শুরু করেছে। দেশের বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণ-ভাষার মানুষের মধ্যে এক অশান্তিপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করাই এদের লক্ষ্য। দেশের সামগ্রিক স্বার্থের পক্ষে এটা যেমন অশনিসংকেত, তেমনি এর পরিণামে আমাদের মতো রাজ্যে এক ভয়ঙ্কর পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা হতে পারে। লোকসভা ও রাজ্যসভায় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল ভোটের জোরে পাশ করালেও এর বিরুদ্ধে জনগণের

সামনে আসল সত্য তুলে ধরতে ব্যাপক প্রচার আন্দোলনে শামিল হতে হবে।

বিমান বসু জানান, দিল্লিতে ৫টি বামপন্থী দলের পক্ষ থেকে ১৯ডিসেম্বর নাগরিকত্ব সংশোধন বিলের বিরুদ্ধে ভারতের সংবিধান এবং তার গণতান্ত্রিক ভিত্তি ও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে রক্ষা করার লক্ষ্যে দেশব্যাপী জনগণকে যুক্ত করে কর্মসূচি গ্রহণ করার আহ্বান জানানা হয়েছে। ভারতের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি যত বিপর্যস্ত হচ্ছে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে যত মানুষের জীবনযন্ত্রণা বাড়ছে, ততই বিজেপি-আরএসএস মানুষের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করার জন্য জনগণের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করতে নানা কর্মসূচি নিয়ে আসছে। এই প্রেক্ষিতেই ১৭দলের বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা করে ব্যাপক ও নিবিড় প্রচার-আন্দোলনের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। বিমান বসু এদিন জানান, জেলায় জেলায় এই কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য দলগুলির জেলা নেতৃত্ব আলাপ-আলোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।